রশীদ জামীল

চিরঞ্জীব ওয়াজে মাহফিল

বিরাট ওয়াজ মাহফিল

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

© : লেখক

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 8. UK £ 6

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা
নামলিপি : হামীম কেফায়েত

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১৭-১৮, বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

একুশে গ্রন্থমেলা পরিবেশক
নহলী
বাড়ি নং ৮০৮, রোড ১১, এভনিউ-৬
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, বইবাজার, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Birat Waz Mahfil
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

ইচ্ছে ছিল ছেলেকে হাফিজ বানাবেন। ছেলে হাফিজ হতে পারেনি। তিনি তাঁর স্বপ্ন নাতির দিকে ডাইভার্ট করে নিলেন। নাতি হাফিজ হয়েছে, কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারেননি!

হাফিজ রুহুল মুবিন রুহান
আমার ছেলে, আমার বাবার স্বপ্ন।
বাবার মতো হয়ে লাভ নেই, দাদার মতো হও।

যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান হিফাজতের
নিশ্চয়তা দেবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।

—মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ভূমিকা

অসম্ভবকে ১০ দিয়ে গুণ দিলে সম্ভাবনার অঙ্কটা যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়, অতি-উর্বর জমিনে স্বপ্নচাষের স্বপ্নদেখার স্বপ্নের রিস্কটার স্কেলটা তার আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে; তবুও আমরা স্বপ্ন দেখি, রঙিন স্বপ্ন; যদিও স্বপ্নেরা হয় সাদাকালো।

জিনিস যত ভালো, নষ্ট হলে তত বেশি গন্ধ ছড়ায়। একড্রাম ঘিয়ের মাঝে একফোঁটা কেরোসিন পড়ে গেলে পুরো ড্রামটাই নষ্ট হয়ে যায়। এক পুকুর ভালোর মধ্যে এক চিলতে কালোর মিশ্রণে পুকুরের সব পানি হয়তো নাপাক হয় না; কিন্তু জেনেবুঝে সেই পানি কেনই-বা পান করতে হবে!

দুই.

বাংলাদেশে কতজন বক্তা আছেন আমরা জানি না। আমাদের কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই। কারও কাছেই থাকার কথা না। গোণায় ধরার মতো বক্তার সংখ্যা যদি ৫ হাজার হয়, ফাউল বক্তার সংখ্যা ১০০ জনের বেশি হবে না। এই ১০০ জনের কারণে আমরা যেমন ৪ হাজার ৯০০ জনকে অপমান করব না, একইভাবে ১০০ হুতোম প্যাঁচার কারণে বাগানটি উজাড় হয়ে যেতে দিতেও চাইব না।

ওয়াজ নিয়ে এই বইটি মূলত সেই ১০০ জনের প্রতি ডেডিকেটেড। 'বক্তা' বলে ক্রিটিসাইজ করা হলে পাঠক যেন ভাবেন এই ১০০ জনকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে। কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে কিছু কথা সাধারণভাবে চলে আসতে পারে। কথা সব সময় খাস করা যায় না, পাঠক যেন খাস করে নেন। 'আজকাল ওয়াজ মানেই বিনোদন, ওয়াজকে বাণিজ্য বানিয়ে ফেলা হয়েছে, বক্তাদের মুখে লাগাম নেই, ওয়াজের মঞ্চ আর যাত্রাগানের মঞ্চ এক হয়ে গেছে'—কোনো কথা এভাবে, আমভাবে বলে ফেললে পাঠক যেন কথাগুলো সেই ১০০ জনের সঙ্গেই ফিট করেন।

তিন.

মুসলমানদের ডাইনে আনার, লাইনে রাখার সহজ উপায় ছিল ওয়াজ-মাহফিল। আবহমানকাল থেকে কাজটি হয়ে আসছিল। কয়েকজন ওয়াজ-ব্যবসায়ীর কারণে

পুরো আঙিনাটি আজ প্রশ্নবিদ্ধ! সুতরাং ওষুধের লেভেলে যেমন লেখা থাকে—'বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রাখুন', অনুরূপ ওয়াজটাকে ওয়াজ-ব্যবসায়ীদের নাগালের বাইরে রাখা দরকার ছিল।

চার.

নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তি; For every action, there is an equal and opposite reaction. (প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া)'র সূত্রে ওয়াজের নামে চলতে থাকা কমেডির কিছু পজিটিভ দিকও আছে; চাইলে কাজে লাগানো যায়। পজিটিভ দিকগুলো কী এবং কীভাবে কোন কাজে লাগানো যেতে পারে, সেটা আমরা জানব বইয়ের শেষদিকে গিয়ে; সে পর্যন্ত শুভ কামনা।

—রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০
rjsylbd@gmail.com

সূচি

ভাবনার বীজতলা ১১
মজমুআয়ে ওয়াজ শরিফ ১৯
ভালো থাকার তাবিজ ২৪
গলতিসে মিসটেইক ২৯
গলাকাটা তরমুজ ৩২
রাজনৈতিক ওয়াজ ৩৬

ওয়াজের সেনসেশন

ওয়াজ এন্টারপ্রাইজ (প্রা. লি.) ৪১
ফাতওয়াজ ৪৬
ফহিন্নির পোলা ৪৯
ভার্সিটির মাল ৫৬
গরিবের আইন্সটাইন ৬০
সুখটান বক্তা ৬৩
ওরে বাটপার ৬৫
জুতাবাবা ৬৮
কিরামান কাতেবিন ৬৯
ইংলিশ লিগের রকেট-বক্তা ৭২
ঢেলে দেই বক্তা ৭৬
একটি রুহানি দাওয়াখানা ৭৮

অতীতের ওয়াজ অতীতের ওয়ায়েজ কেমন ছিল, কেমন ছিলেন

নুর উদ্দিন গহরপুরি ৮৩
শায়খুল হাদিস আজিজুল হক ৮৫
কুতবে সুনামগঞ্জ আমিন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া ৮৭
বরুণার শায়খাইন ৮৯
নিরিবিলি ওয়াজ ৯১

আরও কিছু ওয়াজ, একটু অন্যরকম ওয়াজ, একটু ভিন্ন কোয়ালিটি

জর্দা নিয়ে ওয়াজ : পাগলা ঘোড়ার লাগাম ৯৬
ইউটিউব-বক্তা, ফেসবুক মুফতি : কেউ কারে নাহি ছাড়ে... ১০১
টকশো যখন টক হয়ে যায় ১০৬
চরমোনাইয়ের ওয়াজ : তাঁহাদের জিকির এবং উহাদের পাগলামি ১১১
গরম ওয়াজ : জ্বালিয়ে দাও গুঁড়িয়ে দাও ১১৭

হেলিকপ্টার-বিলাস

বাণিজ্যিক ওয়াজ এবং হেলিকপ্টার-বিলাস ১২৭
ঠাকুর ঘরে কে রে—আমি কলা খাই না! ১৩৩
ওয়াজ, আওয়াজ : আরও কিছু হেলিকপ্টার ১৪১
সাপ মারতে হবে; কিন্তু লাঠি ভাঙা যাবে না ১৪৫

সাম্প্রতিক

ঘরপোড়া আলুপোড়া ১৪৮
ওয়াজ টু ওয়ায়েজ ১৫১
শেষ কথার আগের কথা ১৫৭
শেষকথা ১৬১
পরিশিষ্ট ১৬৪

ভাবনার বীজতলা

বক্তা কিছুক্ষণ পরপর বলছেন, 'চিল্লাইয়া কন ঠিক কি না'। শ্রোতারা বলছে, 'ঠিক'। তার মানে বক্তা যা জানেন, শ্রোতারাও তা-ই জানে। না জানলে তিনি ঠিক বললেন না বেঠিক, সেটা তারা জাস্টিফাই করবে কীভাবে! আর ব্যাপারটি বক্তা নিজেও জানেন বলেই তাদের কাছে জানতে চান। কেউ যদি পুরো ব্যাপারটি এভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়, তাহলে কি ভুল বলা যাবে?

কিছুক্ষণ গাজিকালু-চম্পাবতীর পুথি পাঠ করে বক্তা বলছেন, 'জোরে কন সুবানাল্লা'! শ্রোতারা 'সুবানাল্লা' বলছে। একসময় *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রতি শুক্রবার সিনেমা পাতা থাকত; এখন থাকে কি না জানি না। নতুন সিনেমা রিলিজের বিজ্ঞাপন থাকত এমন—**'ইনশাআল্লাহ, আগামী শুক্রবার মহা সমারোহে মুক্তি পাচ্ছে মধু পাগলা'**। সিনেমাজগতের লোকজন কোথায় 'ইনশাআল্লাহ' ফিট করবে আর কোথায় 'আসতাগফিরুল্লাহ', সেটা না বুঝলে কিছু সময় সহ্য করা যায়; কিন্তু একজন বক্তা যখন ওয়াজ-মাহফিলে পল্লিগীতি বা ভাটিয়ালি গান সুর করে গাওয়ার পর বলেন 'সুবানাল্লাহ কন', তখন কার কী করতে ইচ্ছে করে জানি না; আমার মন চায় লোকটাকে পৌষের পুকুরে ঠান্ডা পানিতে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রেখে ফজর পর্যন্ত 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলানো।

দুই.

যারা মোটামুটি ভালো ভালো কথা বলেন, তাদেরও মুদ্রাদোষ হচ্ছে একটু পরপর 'ঠিক কি না' জিজ্ঞেস করা এবং 'সুবহানাল্লাহ' বলানো। কথা যদি শ্রোতার ভালো লাগে, তারা নিজে থেকেই ঠিক বলবে। জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করার দরকার কী? 'সুবহানাল্লাহ' বলা সওয়াবের কাজ, এটা আমরা বুঝি; কিন্তু যে ব্যাপারটি বুঝি না, সেটি হলো শ্রোতাদের কাছ থেকে এভাবে জোর করে

'সুবহানাল্লাহ' বের করতে হয় কেন? বক্তার কথা যদি শ্রোতার অন্তরে গিয়ে লাগে 'সুবহানাল্লাহ' তো নিজ থেকে বেরোনোর কথা।[১]

আজকাল বক্তাদের জনপ্রিয়তা বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জনতার জোয়ার আর ছাগলের খোয়াড়ের মধ্যে বেইসিক পার্থক্যটা ভুলিয়ে দিচ্ছে অনেকের মাহফিল। তাদের মাহফিল এবং পালাগানের আসরে খুবকিছু ব্যবধান থাকছে না!

কেউ কেউ আছেন জনপ্রিয়তা প্রমাণের নেশায় বুঁদ হয়ে। আর কাজটি তারা এত নির্লজ্জভাবে করছেন যে, তাদের এই নির্লজ্জতা দেখে শয়তানও লজ্জা পাচ্ছে। এমন বক্তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের কোন গেইট অপেক্ষা করছে সেটা কি তাঁরা জানেন?

কিছু বক্তা মজে আছেন অসুস্থ আরেক প্রতিযোগিতায়। বাংলা-ইংলিশ-হিন্দি গান প্যারোডি বানিয়ে কে কার চেয়ে সুন্দর করে গাইতে পারেন সেটা নিয়ে ব্যস্ত তারা। মমতাজ গান গেয়ে দোজখে চলে যাচ্ছে, এটা বোঝানোর জন্য পুরো গান সুর করে গেয়ে শুনিয়ে তারা কোন বেহেশত কামাই করছেন, তারাই জানেন।

তিন.

অনেকের মাহফিলে লাখো লোকের (লাখ জানি কত হাজারে হয়!) ঠেলাঠেলি দেখে ঈর্ষা করা উচিত নাকি করুণা—ভেবে পাই না। মাঠের ধারণক্ষমতা ২৫ থেকে ৩০ হাজার। তেমন মাঠেও লাখ লাখ মানুষ জড়ো হয়ে যায়! আর্কিডিমিস বেঁচে থাকলে নির্ঘাত স্ট্রোক করে মারা যেতেন।

এই টাইপের মাহফিলে শ্রোতাদের উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে 'বক্তা কী বললেন', তার থেকেও জরুরি হলো 'কীভাবে বললেন'! এরা যখন ওয়াজ শুনে বাড়ি যায়, তখন বিড়ি টানতে টানতে বলে, 'শালায় এক টান দিছে আইজ'! আর এই বিড়ি টানার কলাকৌশল এবং দুআটাও আজকাল ওয়াজ-মাহফিলের বক্তাদের থেকেই শেখা যাচ্ছে!

একজন বক্তা কী পরিমাণ ভাঁড় হলে চোখমুখ খিঁচিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বিড়ি টানার তরিকা দেখাতে পারেন! একজন বক্তার মাথার তার কী পরিমাণ ছিঁড়ে গেলে

[১] 'সুবানাল্লা' বানান ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। খেয়াল করে দেখবেন বাজারি বক্তারা 'সুবহানাল্লাহ' বা 'সুবহানআল্লাহ' বলান না। তারা 'সুবানাল্লা' বলতে বলেন। 'সুবহান' মানে মহাপবিত্র, 'আল্লাহ' মানে আল্লাহ। তাহলে 'সুবহানআল্লাহ' মানে মহাপবিত্র আল্লাহ। 'সুবান' শব্দের কোনো অর্থ নেই। এটি কোনো শব্দ নয়। বক্তাদের জিজ্ঞেস করা দরকার, তাদের এই 'সুবানাল্লা'র মানে কী?

কুরআনের মাহফিলে 'তু চিজ বাড়ি হে মাস্ত মাস্ত' গানের কথাগুলো পালটে গেয়ে দেখাতে পারেন!

চার.

হজরত বক্তাদের মুখের ভাষাটাও আজকাল সংসদীয় (!) ভাষার মতো হয়ে গেছে! একদা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আমরা 'চুতমারানি' শব্দ উচ্চারিত হতে শুনেছি। সংসদকে মাছবাজার না বানানোর জন্য তখনকার স্পিকার আবদুল হামিদকে মিনতি করতে দেখেছি। তারও আগে, স্বাধীনতার পরে পরে আ স ম আবদুর রব সংসদকে 'শুয়োরের খোয়াড়' বলেছিলেন বলেও আমরা জেনেছি। আজকাল বক্তাদের মুখের ভাষা শুনে মনে মনে ভাবি, জাতীয় সংসদে না গিয়েও তারা এই ভাষা আয়ত্ত করলেন কীভাবে! এই বক্তাদের যদি কোনো রকমে একবার সংসদে পাঠিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে সংসদীয় গালিগুলো ইসলামি গালিতে রূপান্তর করে দিয়ে আসতে পারতেন!

পাঁচ.

দি কিং অব নারায়ণগঞ্জ শামিম উসমানের একটি ডায়লগ একসময় ভাইরাল হয়েছিল খুব। তিনি বলেছিলেন, 'খেলা হবে; মাঠে আসো, খেলা হবে।' আজকাল আমরা ওয়াজ-মাহফিলে বক্তাদের মুখেও শুনি—'মাঠে আসো, খেলা হবে।' অবশ্য পাঠক যদি ভাবেন, শামিম উসমানও খেলেন, হুজুরও খেলেন, তাহলে মনে হয় উভয় পক্ষই একই মাপের খেলোয়াড়—এমন ভাবলে ভুল করবেন। দুই খেলায় সামান্য ব্যবধান আছে। শামিম উসমানের ছিল ক্ষমতার খেলা; বক্তাদের জনপ্রিয়তার। জনপ্রিয়তা মাপার কোনো যন্ত্র এখনো আবিষ্কার হয়নি; দরকার ছিল।

আল্লাহ তাআলা কিছু বক্তাকে কিয়ামতের দিন বলবেন, 'যা, জাহান্নামে যা।' বক্তা বলবে, 'আল্লাহ, আমাকেও জাহান্নামে যেতে হবে? আমি না দুনিয়ায় থাকতে সারাজীবন তোমার নামে ওয়াজ-নসিহত করে এলাম!' আল্লাহ বলবেন, 'তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তুই আমার জন্য ওয়াজ করিসনি। তুই ওয়াজ করেছিলি তোর নিজের জন্য। তোর ইচ্ছা ছিল বক্তা হিশেবে নামডাক কামাবি—কামিয়েছিস। আমি তোর ইচ্ছা পূরণ করেছি। তোর খাহেশ ছিল লোকজন তোকে অনেক বড় বক্তা বলবে; আমি মানুষকে দিয়ে বলিয়েছি। তোর ইচ্ছা ছিল জনপ্রিয় হবি; আমি তোর সেই ইচ্ছাও মিটিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোর জন্য জাহান্নাম ছাড়া আমার কাছে

কিছুই নেই।' কথাগুলো আমি আমার মতো করে বললেও মূল কথাটি বিশুদ্ধ একটি হাদিস থেকে নেওয়া।

ছয়.

ছোটবেলা থেকেই আমরা আলিমগণের ওয়াজ শুনে শুনে বড় হয়েছি। তখন ওয়ায়েজিনদের জন্য সংগঠন লাগেনি। এখন লাগছে। একাধিক সংগঠন জন্ম নিচ্ছে। ঘটা করে সেগুলোর আকিকাও করা হচ্ছে। এই সংগঠনগুলো যখন তৈরি হচ্ছিল তখন অনেকেই বলেছিলেন, ঐক্যের নামে অনৈক্যের ডালপালা আরও বিস্তৃত হয় কিনা কে জানে! তাদের বলাটা যে ভুল ছিল না, ইতিমধ্যে সেটার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ঐক্যের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে প্রায়ই আমরা ঐক্যজোট/ফ্রন্ট/অ্যালায়েন্স গঠিত হতে দেখি। অনেক দল হয়ে গেছে, ঐক্য দরকার—এ কথা বলে ঐক্যজোট বানানোর মানে যে আরেকটি নতুন দল তৈরি করা, এটা কি তারা জেনেই করেন, না জানেন না—আল্লাহই ভালো জানেন।

সাত.

আজকাল বর্জন বর্জন খেলাটাকেও বেশ উপভোগ্য করে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্জনটাও আবার দুই ধারায় প্রবাহিত। একটি ঘরে, অন্যটি বাইরে। আর দুটোই এখন ঘর ঘর কা কাহানি। 'কেউ আমার সঙ্গে নেই মানেই সে আমার প্রতিপক্ষ'—কেন এভাবেই ভাবতে হবে? সবাই আমার সঙ্গেই থাকবে, থাকতেই হবে, এমনটি হতেই হবে কেন?

নাম দিলাম ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক, ঐক্য, যুক্তফ্রন্ট ইত্যাদি; আর বের হতে চাইলাম না গর্তের মুখ খুলে! বললাম ঐক্যের কথা; আর নীতি গ্রহণ করলাম অনৈক্যের, তাহলে কেমন করে হবে?

আট.

অমুক বক্তাকে আমাদের এলাকায় ঢুকতে দেবো না। পালটা অ্যাকশন হিশেবে ভুক্তভোগীর ভক্তরা বলছে, 'তাহলে তোমাদের তমুক বক্তাও আমাদের এলাকায় কী করে ঢুকে দেখব!' কেন এমন করতে হবে? কেন মাহফিল রুখে দাঁড়াতে হবে? কেউ উলটা-পালটা বললে আপনি আরেকটি মাহফিল করে ভুলগুলো পাবলিককে ধরিয়ে দিন, তাহলেই তো হয়ে গেল।

গায়ের জোরে কাউকে আটকে দেওয়া তো বেটাগিরি না। বেটাগিরি হলো নিজেকে তার উপরের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। তাকে যদি ১০ হাজার মানুষ শুনে, তাহলে নিজের কথা অন্তত ২০ হাজার মানুষকে শুনানোর পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। যদি পারা যায়, তাহলে অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামানোর টাইম থাকার দরকার হবে না।

নয়.

মসজিদ-ভরতি মুসল্লি। আজান হয়ে গেছে। সামনের কাতারে দুইজন বড় হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন। কাকে ইমামতিতে দেওয়া যায় ইমাম সাহেব পেরেশান। পেছন থেকে একলোক বলল, 'ইমাম সাহেব, এত সময় নষ্ট করার কিছু নাই। বলদ অথবা ছাগল; দুইটার একটারে সামনে দিয়া দেন। নামাজটা শেষ করে বাড়ি যাই। আমাদের কাজ আছে।'

সংগত কারণেই সবাই খ্যাপে উঠল লোকটির উপর। কত বড় বেদ্দফ, হুজুরদের বলে বলদ আর ছাগল!

লোকটি বলল, 'ভাইলোগ, একটু থামেন। আমি কিছু কই নাই। যা কওনের উনারা নিজেরাই কইছেন। এই দুইজনে আমার বাড়িতে দুপুরের মেহমান হইছিলেন। একজন যখন হাতমুখ ধুইতে গেছিলেন, তখন অন্যজনরে জিগাইলাম, আপনের সাথি ওই হুজুর কেমন? তিনি বললেন, ওইটা একটা বলদ। আবার উনি ফিরে আসার পর এই হুজুর যখন বাথরুমে ঢুকলেন, তখন উনারে জিগাইলাম, আপনার সঙ্গের হুজুর কেমন? উনি বললেন, আরে রাখেন, ওইটা আস্ত একটা ছাগল।'

দশ.

কিছুদিন আগে বলেছিলাম, ফেসবুক আমাদের একটি বেআদব প্রজন্ম উপহার দিচ্ছে। বড়-ছোটতে ব্যবধান রাখছে না। গত কয়েকদিন থেকে ছোটদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বড়রা যে পারফরমেন্স উপহার দিচ্ছেন, ভেবে পাচ্ছি না, এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব! আগে ছোটরা বড়দের মতো গুছিয়ে কোনো কাজ করলে বড়রা তাদের বাহবা দিতেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন, সাবাশ ব্যাটা! চালিয়ে যা। এখন মনে হয় বড়দের বলতে হবে, (যাদের বলা দরকার)—সাবাশ মুরব্বি! চালিয়ে যান!